গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস, এপিএ ও সুশাসন শাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনার আওতায় গণশুনানি'র কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
সভার তারিখ	:	০৭.০৯.২০২৩।
সময়	:	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	:	বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেল, ইকুরিয়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা ।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি গণশুনানীর কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গণশুনানি আয়োজনের গুরুত্ব সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বিআরটিএ বর্তমানে একটি জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সেবার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদের নিকট হতে সরাসরি সমস্যাসমূহ জানা যায় এবং পরবর্তীতে সমস্যা সমূহ দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জণগণের নিকট সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানির আয়োজন করা হয় এবং এই কার্যক্রমে সেবা গ্রহীতার নিকট হতে সরাসরি সমস্যাসমূহ জানা যায় ও সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

০২. অতঃপর সভায় উপস্থিত সুধীজনের নিকট বিআরটিএ ও অত্র বিভাগের সেবা বা কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশ্ন বা পরামর্শ আহ্বান করা হলে নিম্নরূপ প্রশ্ন, পরামর্শ ও মন্তব্য পাওয়া যায় :

ক্রম	প্রশ্নকর্তার নাম	প্রশ্ন	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১.	মোঃ এনামুল হক পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্সের শ্রেণী পরিবর্তন।	প্রশ্নকর্তা ২০১৮ সাল হতে অপেশাদার লাইসেন্স ব্যবহার করছেন। ২০১৯ সালে এই লাইসেন্সটিকে পেশাদার শ্রেণীতে রূপান্তর করার জন্য তিনি আবেদন করেন এবং লাইসেন্স প্রাপ্তির বিভিন্ন ধাপ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এখনও তাঁর নামে পেশাদার লাইসেন্সটি সরবরাহ করা হয়নি।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা জানান ড্রাইভিং লাইসেন্সের সফটওয়ার উন্নয়নের কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশ্নকর্তার সমস্যার সমাধান হবে।
২.	মোঃ জসিম উদ্দিন পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।	প্রশ্নকর্তা জানান যে তাঁর পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। বিআরটিএ, কুমিল্লা কার্যালয়ে লাইসেন্স নবায়ন করার সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরও শুধু প্রাপ্তি স্বীকার রশিদে তারিখ বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া লাইসেন্স এর স্মার্ট কার্ডও তিনি পাননি।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা জানান ড্রাইভিং লাইসেন্সের শ্রেণী পরিবর্তনের বিষয় থাকলে এটি দেরী হতে পারে। সফটওয়্যার উন্নয়নের কাজ চলছে। লাইসেন্সটির স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট করার বিষয়ে ভেন্ডর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং দ্রুত স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট ও সরবরাহ করা হবে। বিষয়টি কুমিল্লা বিআরটিএ'র। প্রশ্ন কর্তাকে বিআরটিএ, কুমিল্লা কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।
৩.	খোরশেদ আলম পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান যে তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্সটি হালকা যানের। তিনি তাঁর বর্তমান লাইসেন্সটি ভারী যান শ্রেণীতে রূপান্তরের জন্য আবেদন কুমিল্লা বিআরটিএ কার্যালয়ে আবেদন করেন। কিন্তু সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরও লাইসেন্স এর স্মার্ট কার্ডটি এখনও পাননি।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা জানান সফটওয়ার উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হলে তিনি তাঁর লাইসেন্সের স্মার্ট কার্ড পাবেন।

ক্রম	প্রশ্নকর্তার নাম	প্রশ্ন	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
৪.	মোকলেছুর রহমান ভূইয়া পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি জমা প্রদান প্রসঙ্গে।	প্রশ্নকর্তা জানান তিনি তাঁর লাইসেন্সের শ্রেণী পরিবর্তনের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে চাইলে সফটওয়ারে তিনি তাঁর বর্তমান লাইসেন্সের কোন তথ্য দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি এই বিষয়টির প্রতিকার চান।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা জানান লাইসেন্সের এর সফটওয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে। আশা করা যায় আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশ্নকর্তার সমস্যার সমাধান হবে।
৫.	জহিরুল ইসলাম পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান তাঁর হালকা যানের লাইসেন্স আছে। তিনি লাইসেন্সের শ্রেণী পরিবর্তন করে ভারী যানের লাইসেন্স করতে চান।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা প্রশ্ন কর্তাকে আবেদন করতে বলেন এবং জানান যে সফটওয়ার উন্নয়ন সম্পন্নের পর অতি দ্রুত তাঁর আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।
৬.	মোঃ আশরাফুল জামান প্রতিনিধি নিটল মটরস লিঃ	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান যে তাঁর প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা পাচ্ছে। কিন্তু ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সংযোজনের সময় তাঁর গ্রাহকদের নিকট হতে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা অতিরিক্ত দাবী করা হয়। এছাড়া ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সংযোজনের সময় তাঁর গ্রাহকগণ বিভিন্ন ভাবে হয়রানি শিকার হচ্ছেন। এছাড়া মালিকানা পরিববর্তনের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে NOC দেওয়ার পরেও বিআরটিএ অফিস থেকে ব্যাংক কর্তন সার্টিফিকেট জমা দেয়ার জন্য বলা হয়।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সংযোজন ভেন্ডর করে থাকে। আলোচ্য অভিযোগটি নিবিড়ভাবে পর্যাবেক্ষণ করা হবে। মালিকানা পরিবর্তনের সময় জাল জালিয়াতি হতে সতর্ক থাকার জন্য NOC টি যাচাই এর নিমিত্ত ব্যাংকে কর্তন সার্টিফিকেট চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় ।
৭.	মোঃ মোস্তাক হোসেন পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান তাঁর হালকা যানের লাইসেন্স আছে। তিনি লাইসেন্সের শ্রেণী পরিবর্তন করে ভারী যানের লাইসেন্স করতে চান।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা প্রশ্ন কর্তাকে আবেদন করতে বলেন এবং জানান যে, সফটওয়ার উন্নয়ন সম্পন্নের পর অতি দ্রুত তাঁর আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে।
৮.	শুভ চন্দ পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।	প্রশ্নকর্তা জানান তিনি তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্সটি নবায়নের জন্য ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২, ইকুরিয়া বিআরটিএ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেন কিন্তু বায়োমেট্রিক দেয়ার জন্য মিরপুর ১২ এমএসপিল শাখায় তিনি গমন করলে দেখা যায় সফটওয়ারে তাঁর লাইসেন্সের ডাটা নট ফাউন্ড দেখা যায়।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা জানান লাইসেন্স সেবা ডিজিটাল করার প্রাথমিক পর্যায়ে নানা জটিলতা দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে সার্ভার ডাউন, ডাটা লস্ট ইত্যাদি। ডাটা লস্ট এর কয়েকটি কেসে পাওয়া গেছে। হারানো ডাটা রিকভারি করা যায়। শুভ চন্দ কে বিআরটিএ, মিরপুর সার্কেলে ২১৬ নম্বর কক্ষে জনাব মোস্তাক, সহকারী পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়। সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হওয়া মাত্র প্রশ্ন কর্তার সমস্যার সমাধান হবে।
৯.	ইব্রাহিম পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান তিনি ড্রাইভিং লাইসেন্সের শ্রেনী পরিবর্তন করতে পারছেন না। এছাড়া লাইসেন্স নবায়নের জন্য মিরপুর যেতে হয়।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা জানান লাইসেন্স নবায়ন ইকুরিয়া হতে করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। এনআইডিতে নামের জটিলতার কারনে লাইসেন্স নবায়ণ শ্রেনী পরিবর্তন ইত্যাদি ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু জটিলতা হচ্ছে। এই জটিলতা গুলো দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ক্রম	প্রশ্নকর্তার নাম	প্রশ্ন	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১০.	মোঃ আব্দুল জব্বার সাধারণ সম্পাদক ঢাকা জেলা ট্রাক কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান একজন শ্রমিক ভারী যানবাহনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে ধীরে ধীরে ভারী যানবাহন চালনায় শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষায় তাঁকে হালকা যান দেয়া হয়। এছাড়া হালকা যান লাইসেন্স ব্যবহার করে ভারী যান চালালে পুলিশ মামলা করে। তাই সরাসরি ভারী যান লাইসেন্সের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষায় ভারী যান ব্যাবহার করা যায়।	বিআরটিএ'র পরিচালক (অপারেশন), ঢাকা জানান সরাসরি ভারী লাইসেন্স প্রদান করলে বর্তমানে প্রচলিত আইনে ব্যত্যয় ঘটবে। এই ক্ষেত্রে আইনের সংশোধন প্রয়োজন। এছাড়া ভারী যান শ্রেণীর লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যবহারিক পরীক্ষায় ভারী যান ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
১১.	মোঃ খলিলুর রহমান পেশা : ড্রাইভার বিষয় : ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন।	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান ভারী লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে হালকা মোটরযান দ্বারা পরীক্ষা নেয়া হয়। এছাড়া পরীক্ষার কেন্দ্রে কিছু অসাধু ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের পাশ করিয়ে থাকে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান বিষয়টি আমলে নেয়া হয়েছে এবং এই সকল অসাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১২.	মোঃ ফারুক আহমেদ সুজন বাংলার খবর ২৪ এর বিশেষ প্রতিবেদক।	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাকঘরের মাধ্যমে নিজ ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য পোষ্ট অফিসের প্রতিনিধিরা গ্রাহকের কাছ থেকে ৫০০-১০০০/- টাকা দাবী করে থাকে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান পোষ্ট অফিসের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৩. জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করে জানান যে, লাইসেন্স নবায়নের জটিলতা থাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে ড্রাইভারদের লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ শিথিল করা হয়েছে। গাড়ীর ফিটনেসের ফিটনেস এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ১৫ দিন পর্যন্ত মামলা না করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এছাড়া অনেক ড্রাইভার ভারী যানবাহন চালানোর জন্য উপযুক্ত হলেও হালকা যান লাইসেন্স ব্যবহার করে ভারী যানবাহন চালায় যা আইন সিদ্ধ নয়। তাই হালকা লাইসেন্স থেকে ভারী লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা গেলে পেশাদার ড্রাইভারদের হয়রানি কমে যাবে।

০৪. জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সভায় বলেন, গণশুনানিতে সেবা গ্রহীতা তাঁর সকল সমস্যার কথা সরাসরি বলতে পারেন। সেবা গ্রহীতার যে সকল সমস্যা থাকে তা কি ভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ বিআরটিএ প্রদত্ত সেবার মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, শ্রেণী পরিবর্তনে সমস্যা বেশি হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, মোটর শ্রমিকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স এর স্মার্ট কার্ড সরবরাহ করছে ভেন্ডর। লাইসেন্স এবং জাতীয় পরিচয় পত্রে নাম, জন্ম তারিখ এক না হওয়ায় লাইসেন্স নবায়নে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশন এর সাথে কথা বলে জাতীয় পরিচয় পত্র সংশোধন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভারী যান শ্রেণীর লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে ছোট গাড়ী দিয়ে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা নেয়া হয়, যা সমীচিন নয়। ঢাকা মহানগরীর গাবতলী, মহাখালী ও সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে ভারী যানবাহন দিয়ে লাইসেন্স নবায়নের প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা নেয়া যায় কিনা সে বিষয়টি বিআরটিএ দেখতে পারে।

০৫. জনাব মোঃ শফি উল হক, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় বলেন, গণশুনানির মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত হয়। ড্রাইভিং পরীক্ষায় ২৫০০/- টাকা অতিরিক্ত ফি দেয়া যাবে না। এই টাকা কে বা কারা নিচ্ছে তা বিআরটিএকে চিহ্নিত করতে হবে। বিআরটিএ'র সুনাম ও সক্ষমতার স্বার্থে এ ধরণের অভিযোগ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ দ্রুত নিষ্পত্তি করবেন। ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য আগে যেখানে চার থেকে পাঁচ বার বিআরটিএ অফিসে আসতে হতো সেখানে বর্তমানে একবার আসতে হয়। ভারী লাইসেন্স এর জন্য পরীক্ষা দিতে হয় এক জায়গায় এবং বায়োমেট্রিক দিতে হয় অন্য জায়গায় এবং অনেক সময় পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ভারী যানবাহন পাওয়া যায় না মর্মে জানা যায়। এই সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। এই সমস্যাটিও খুব দ্রুত সমাধান করতে হবে। পরিশেষে তিনি সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

০৬. অতঃপর আর কোন বিষয়/প্রশ্ন/পরামর্শ না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০১৩.২৩-১৩৯

তারিখ : ১১ আশ্বিন ১৪৩০ / ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বনানী, ঢাকা
২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
৮. পরিচালক (প্রশাসন/ এনফোর্সমেন্ট) বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।
৯. পুলিশ সুপার, ঢাকা।
১০. পরিচালক, (অপারেশন/রোড সেফটি/ইঞ্জিনিয়ারিং) বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১১. পরিচালক, বিআরটিএ, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
১২. ড. এম এম সালেহ উদ্দিন, গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ ও প্রাক্তন পরিচালক (কারিগরি), বিআরটিসি।
১৩. একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
১৪. শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
১৭. নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ প্রোগ্রাম ম্যানেজার)।
১৮. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ী-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
১৯. পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।
২০. নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, ৬৩/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
২১. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
২২. সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।
২৪. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
২৫. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৬. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
২৭. মহাসচিব, বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন, তেজাগাঁও, ঢাকা।
২৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি. নং ২৪১৫, মহাখালী, ঢাকা।
২৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ৪৯৪, ৪৭ টয়নবী সার্কুলার রোড, ঢাকা।
৩০. সমন্বয়ক, রোড সেফটি অ্যালায়েন্স, বাংলাদেশ সাগুফতা মোড়, বাড়ি-৬৬/৩, ব্লক-ডি, এভিনিউ-২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২৬/৯/২৩

(মুহাম্মদ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৫৫২৮